DAWAT-E-ISLAMI

রিসালা নং: ৬৩

কাফন চোর

- এক কাফন চোরের আত্মকাহিনী
- মদ্যপায়ীর পরিণতি
- যৌবনে তাওবার পুরস্কার
- জীব-জন্তুর পেটেও সাওয়াব ও আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে
- কবরের আযাব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত
- কবরের আযাব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত
- আমরা চিন্তিত কেন?
- বে-নামাযীর সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকুন!

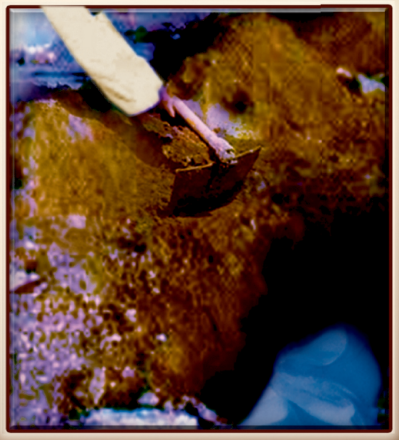

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কাফন চোর

(এর স্বরূপ উন্মোচন)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নামায ও ভাল কাজের প্রতি আগ্রহ এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

খাতামুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামিন, শফীউল মুযনিবীন, আনিসুল গারিবীন, সিরাজুস্ সালেকীন, মাহবুবে রাব্বিল আলামিন, জনাবে সাদেক ও আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন বৃহস্পতিবার আসে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ফিরিশতাদেরকে প্রেরন করেন। তাদের নিকট রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে। তাঁরা লিখে, কে বৃহস্পতিবার ও জুমার রাতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে।"

(কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, নং: ২১৭৪ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়া, বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

(১) এক কাফন চোরের আত্মকাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র হাতে এমন এক কাফন চোর তাওবা করেছে, যে অসংখ্য কাফন চুরি করেছিলো। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলে, সে তিনটি রহস্যে ভরা কবরের ঘটনা বর্ণনা করেছে। অতঃপর সে বলল:

আগুনের শিকল

একদা আমি একটা কবর খনন করলাম। তখন তাতে এক হৃদয় কাঁপানো দৃশ্য দেখতে পেলাম। দেখলাম- মৃতের চেহারা কালো, হাতে পায়ে আগুনের শিকল এবং তার মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি তার থেকে এতো বেশি দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল যেন মাথার মগজ ফাটা হচ্ছে। এ ভয়ানক দৃশ্য দেখে আমি ভীত হয়ে পালাতে চাচ্ছিলাম। তখন মৃত ব্যক্তি বলে উঠলো: কেন পালাচ্ছো? আসো এবং শুনো আমার কোন্ গুনাহের কারণে এ শাস্তি হচ্ছে! আমি মৃতের আহ্বান শুনে থমকে দাঁড়ালাম। আর সব সাহস একত্রিত করে কবরের পাশে এসে গেলাম। যখন ভিতরে উকি মেরে দেখলাম, তখন আযাবের ফিরিশতারা তার ঘাড়ে আগুনের শিকল বেঁধে বসে আছেন। আমি মৃতকে বললাম: তুমি কে? সে বললো: আমি মুসলমানের ছেলে মুসলমান কিন্তু আফসোস! আমি মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী ছিলাম।

আর নেশায় মত্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছি এবং শাস্তিতে গ্রেফতার হয়ে গেছি। তার বর্ণনার ধারাবাহিকতায় ঐ কাফন চোর আরো বলল:

কালো মৃত

আরেকবার যখন কাফন চুরির উদ্দেশ্যে আমি কবর খনন করলাম। তখন একজন কালো মৃত ব্যক্তি জিহ্বা বের করে দাঁড়িয়ে গেলো। তার চতুর্দিকে আগুনের লেলিহান ছিলো। ফিরিশতাগণ তার গলায় শিকল বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো। ঐ লোকটি আমাকে দেখেই ডেকে বলল: ভাই, আমি খুব পিপাসার্ত, আমাকে একটু পানি পান করিয়ে দাও। ফিরিশতাগণ আমাকে বললেন: খবরদার! এ বেনামাযীকে পানি দিওনা। অতঃপর আমি সাহস করে ঐ মৃত ব্যক্তিকে বললাম: তুমি কে ছিলে? তোমার অপরাধ কি? সে বলল: মুসলমান ছিলাম কিন্তু আফসোস! আমি **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনেক নির্দেশ অমান্য করেছি। আমার মত অসংখ্য গুনাহগার লোক শাস্তি ভোগ করছে। সে (কাফন চোর) আরো বললো:

কবরে বাগান

অনুরূপভাবে আমি একদা একটা কবর খনন করলাম। তখন কবরের ভিতরে খুব প্রশস্থ পেলাম এবং একটা খুবই মনোরম বাগান দেখলাম। তাতে নহরগুলো প্রবাহিত হচ্ছে। একজন সুন্দর ও সুদর্শণ যুবক ঐ বাগানে আনন্দ উপভোগ করছে। আমি ঐ যুবককে বললাম:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

তুমি কোন আমলের বিনিময়ে এ পুরস্কার পেয়েছ? সে বলল: আমি একজন মুবাল্লিগকে বলতে শুনেছিলাম, "যে ব্যক্তি আশুরার দিন ছয় রাকাত নফল নামায আদায় করবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এজন্য আমি প্রতি বছর আশুরার দিন ছয় রাকাত নামায আদায় করে নিতাম।"

(রাহাতুল কুলুব থেকে সংকলিত, ৮৫ পৃষ্ঠা, শাব্বির ব্রাদ্রাস, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

(২) ভয়ানক কবর সমূহ

একবার খলিফা আবদুল মালেকের নিকট এক ব্যক্তি ভীত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে বলল: জাঁহাপনা! আমি বড়ই গুনাহগার। আমি জানতে চাই, আমার জন্য ক্ষমা রয়েছে কি? তখন খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ কি আসমান ও জমিনের থেকেও বড়? সে বলল: হ্যাঁ, বড়। খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ কি লওহ ও কলম থেকেও বড়? বলল: হ্যাঁ, বড়। (খলিফা) বললেন: তোমার গুনাহ কি আরশ ও কুরসী অপেক্ষাও বড়? সে বলল: হ্যাঁ, তা অপেক্ষাও বড়। খলিফা বললেন: ভাই! নিশ্চয়, তোমার গুনাহ **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত থেকে বড় হতে পারে না। একথা শুনে তার বুকে জমাট বাঁধা তুফান দু'চোখের মাধ্যমে বেরিয়ে আসলো। আর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। খলিফা বললেন: ভাই, পরিশেষে আমারও তো জানার দরকার তোমার গুনাহ কি?

সে আরয করল: হুযুর! আপনাকে বলতে আমার খুবই লজ্জা হচ্ছে, তবুও বলছি, হয়তো আমার তাওবার কোন একটা পথ বের হয়ে আসবে। একথা বলে সে তার ভয়ঙ্কর কাহিনী বলতে শুরু করলো: জাঁহাপনা! আমি একজন কাফন চোর। আজ রাতে আমি পাঁচটি কবর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আর তাওবা করার জন্য এসেছি।

মদ্যপায়ীর পরিণতি

কাফন চুরির উদ্দেশ্যে আমি যখন প্রথম কবর খনন করলাম, তখন দেখলাম মৃত ব্যক্তির মুখ কিবলার দিক থেকে অন্যদিকে ফিরানো ছিলো। আমি ভীত হয়ে যখনি পলায়ন করার জন্য ফিরলাম, তখন গায়েবী আওয়াজ আমাকে অবাক করে দিলো। কেউ আমাকে বলতে লাগলো: ওই মৃত ব্যক্তিকে তার আযাবের কারণ জিজ্ঞাসা করে নাও! আমি ভীত হয়ে বললাম: আমার সাহস হচ্ছেনা, তুমিই বলো। আওয়াজ আসলো: "এ লোকটা মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী ছিলো।"

শুয়োরের মতো মৃত

তারপর দ্বিতীয় কবর খনন করলাম। তখন একটি হৃদয় কাঁপানো দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। দেখলাম মৃতের চেহারা শুয়োরের মতো হয়ে গিয়েছে। গলায় ফাঁস ও শিকল সমূহ জড়িয়ে আছে। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "এ লোকটা মিথ্যা শপথ করতো ও হারাম উপার্জন করতো।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ’দী)

আগুনের পেরেক

তৃতীয় কবর খনন করলাম। তখন তাতেও এক ভয়ানক দৃশ্য ছিলো। মৃত লোকটি গ্রীবার (মাথার পিছনের অংশের) দিকে জিহ্বা বের করে রেখেছিল। তার শরীরে আগুনের পেরেক প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। গায়েবী আওয়াজ বলে দিলো: “এ লোকটা গীবত করতো, চোগলখুরী করতো এবং লোকজনকে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিতো।”

আগুনের ছোবলে

চতুর্থ কবর খনন করতেই আমার চোখের সামনে এক ভয়ংকর দৃশ্য এসে পড়লো। মৃত লোকটি আগুনের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো আর ফিরিশতারা আগুনের হাতুড়ী দিয়ে তাকে মারছিল। ভয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমি পালাচ্ছিলাম; কিন্তু আমার কানে এক গায়েবী আওয়াজ গর্জে উঠলো, যাতে বলা হচ্ছিল: “এ হতভাগা নামায ও রমযানের রোযা পালনে অলসতা করতো।”

যৌবনে তাওবার পুরস্কার

যখন পঞ্চম কবর খনন করলাম, তখন দেখলাম তার অবস্থা পূর্ববর্তী চারটি কবরের অবস্থার একেবারে বিপরীত ছিলো। কবর এতই প্রশস্থ ছিলো যেন এক চোখের পথ। মাঝখানে সুদর্শন এক যুবক। সে একটা সিংহাসনের উপর বসা ছিলো।

অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "সে যৌবনে তাওবা করে নিয়েছিলো। আর নামায-রোযার পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলো।"

(তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীন থেকে সংকলিত, ৬১২ পৃষ্ঠা, কুয়েটা)

(৩-৪) মাথার খুলিতে সীসা ভর্তি ছিলো

হযরত আবদুল মুমিন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ঈসা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তাওবা কৃত এক কাফন চোর থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, কাফন চুরির সময় যদি তুমি কোন ভয়ংকর জিনিস দেখে থাকো, তবে বলো। এতে সে বলল: আমি একবার এক ব্যক্তির কবর খনন করলাম, তখন তার সমস্ত শরীরে অসংখ্য পেরেক বিদ্ধ ছিলো এবং একটি বড় পেরেক তার মাথায় আর দ্বিতীয়টি দু'হাটুর মধ্য ভাগে সংযুক্ত ছিলো। আরেক এক কাফন চোরের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তখন সে বলল: আমি একটি মাথার খুলি দেখেছি, যাতে সীসা গলিয়ে পূর্ণ করা হয়েছিলো।

(শরহুস সুদূর বিশরহে হা-লিল মাওতে ওয়াল কুবুর, ১৭৩ পৃষ্ঠা, মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকত রযা, হিন্দ)

(৫) রহস্যে ভরা অন্ধ

এক অন্ধ ভিক্ষুক ছিলো, যে নিজের চোখগুলোকে গোপন রাখত। তার কিছু চাওয়ার ধরনটা বড় আশ্চর্যজনক ছিলো। সে লোকদেরকে বলত: "যে আমাকে কিছু দিবে, তাকে আমি এক আশ্চর্যজনক কথা শুনাব এবং যে আমাকে অতিরিক্ত দিবে,

তাকে আমি এক আশ্চর্যজনক জিনিসও দেখাব।" আবু ইসহাক ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কেউ তাকে কিছু দিল, তখন আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে তার চোখগুলো দেখাল, আমি হতবাক হয়ে গেলাম যে, তার চোখ দু'টির জায়গায় দু'টি ছিদ্র ছিলো, যা দ্বারা এপার ওপার দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর সে নিজের আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনাতে লাগলো। বলতে লাগল :আমি আমার শহরের নামী-দামী কাফন চোর ছিলাম এবং লোক আমার ভয়ে সীমাহীন ভীত থাকত। ঘটনাক্রমে শহরের বিচারক অসুস্থ হয়ে গেলো। তার যখন বাঁচার আশা রইলনা। তখন সে আমার কাছে একশ দীনার পাঠিয়ে বলল: ঐ একশ দীনারের পরিবর্তে নিজের কাফন রক্ষা করতে চাচ্ছি। আমি ওয়াদা করলাম। ঘটনাক্রমে সে সুস্থ হয়ে গেলো, কিন্তু কিছু দিন পর পুনরায় অসুস্থ হয়ে মারা গেলো। আমি চিন্তা করলাম ঐ শর্ত তো প্রথম অসুস্থতায় ছিলো। এজন্য আমি তার কবর খনন করলাম। কবরে শাস্তির বিভিন্ন আলামত ছিলো এবং বিচারক কবরে বসা ছিলো আর তার চুল এলোমেলো ছিলো ও দু'চোখ লাল হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে আমি আমার হাঁটুদ্বয়ের মধ্যে ব্যথা অনুভব করলাম এবং হঠাৎ কেউ যেন আমার চোখদ্বয়ের মধ্যে আঙ্গুল ডুকিয়ে আমাকে অন্ধ করে দিলো এবং বলল: হে **আল্লাহ্**র বান্দা! **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ভেদ সমুহ কেন জানতে চাচ্ছ? (শরহুস্ সুদুর, ১৮০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

জীব-জন্তুর পেটেও সাওয়াব ও আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবরের আযাব সত্য। কবরের আযাব বলতে বস্তুত বরযখের শাস্তিকে বলা হয়। এটাকে কবরের আযাব এজন্য বলা হয় যে, সাধারণত মানুষকে কবরেই দাফন করা হয়ে থাকে। নতুবা কোন মানুষ পুড়ে গেলে, ডুবে গেলে, তাকে মাছ খেয়ে ফেললে, জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী কেটে খেলে, কীট-প্রতঙ্গ খেয়ে ফেললে, অথবা তার ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

বরযখ এর অর্থ

'বরযখ' এর শাব্দিক অর্থ আড়াল ও পর্দা। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কিয়ামতের দিন উঠা পর্যন্ত সময়কে 'বরযখ' বলা হয়। যেমনিভাবে- 'বরযখ' এর ব্যাপারে, আঠারো পারায় সূরা মুমিনুন এর একশ নং আয়াতে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمِنْ وَّرَآىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

(পারা: ১৮, সূরা: মু'মিনুন, আয়াত: ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের সম্মুখে একটি বাঁধা রয়েছে ঐ দিন পর্যন্ত, যে দিন তাদেরকে পূনরুত্থিত করা হবে।

হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: مَابَيْنَ الْمَوْتِ اِلَى الْبَعْثِ অর্থাৎ- মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের দিন পূনরায় উঠানো পর্যন্ত সময়কে বরযখ বলা হয়।

(তাফসীরে তাবারী, ৯ম খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কবরের আযাব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত

কবরের আযাব কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমানিত। এমনকি ২৯ পারায় 'সূরা নূহ, এর ২৫ নং আয়াতে হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর অবাধ্য জাতি তুফানে নিমজ্জিত হওয়ার পরে কবরের আযাব ভোগ করার বর্ণনা এভাবে রয়েছে:

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۬

(পারা: ২৯, সূরা: নূহ, আয়াত: ২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদেরকে কেমন পাপরাশির কারণে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে।

এ আয়াতের অংশ "তারপর আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে," এর তাফসীরে লিখা হয়েছে: আগুন দ্বারা বরযখ এর আগুন উদ্দেশ্য। কবরের আযাব অর্থাৎ তাদেরকে কবরের মধ্যে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। (রূহুল মায়ানী, ২৯তম অংশ, ১২৫ পৃষ্ঠা, দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাসীল আরবী, বৈরুত)

কবরের আযাব সম্পর্কে **আল্লাহ্ তায়ালা** ২৪ পারায় সূরা মু'মিন -এর ৪৬নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۠ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۴۶﴾

(পারা: ২৪, সূরা: মু'মিন, আয়াত: ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আগুন, যার উপর তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, নির্দেশ দেওয়া হবে, ফিরআউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে প্রবেশ করাও।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এ আয়াতে বিশদভাবে কবরের আযাবের বর্ণনা রয়েছে। এভাবে "কঠিনতর শাস্তি" দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি উদ্দেশ্য, যা কিয়ামতের দিনে হবে। এর আগে যে শাস্তি রয়েছে তা হলো কবরের শাস্তি। (ওমদাতুল ক্বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা, দারুর ফিকির, বৈরূত। নুযহাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ৮৬২ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

কবরের আযাবের আলোচনা করে ১১ পারায় সূরা তাওবার ১০১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ
اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

(পারা: ১১, সূরা: তাওবা, আয়াত: ১০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিবো। অতঃপর মহাশাস্তির দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে।

মুনাফিকদের অপমান

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا উল্লেখিত আয়াতে মোবারাকার তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জুমার দিন খুতবা দেন এবং ইরশাদ করেন: "হে অমুক দাঁড়িয়ে যাও এবং বের হয়ে যাও। কেননা, তুমি মুনাফিক।" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুনাফিকদের নাম নিয়ে নিয়ে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেন এবং তাদেরকে চরম অপমান করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মসজিদে প্রবেশ করলেন।তখন এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বললেন: আপনাকে সুসংবাদ। **আল্লাহ্ তায়ালা** আজ মুনাফিকদেরকে অপদস্ত ও অপমানিত করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: মসজিদ থেকে অপমানিত হয়ে বের করে দেওয়া প্রথম শাস্তি এবং দ্বিতীয় শাস্তি হচ্ছে "কবরের শাস্তি।" (তাফসীরে তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৫৭ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত। ওমদাতুল ক্বারী, ৬ষ্ঠা খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত। নুযহাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ৮৬২ পৃষ্ঠা)

কবরের আযাব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

কবরের আযাবের প্রমাণে অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত রয়েছে; তার মধ্য থেকে একটি হাদীস পেশ করা হলো। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ অর্থ- কবরের আযাব সত্য।"

(সুনানে নাসায়ী, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩০৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সদ্রুশ্ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: কবরের আযাবের অস্বীকার তারাই করবে, যারা পথভ্রষ্ট।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৫৭ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আমরা চিন্তিত কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা মুসলমান আর মুসলমানের সব কাজ **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া চাই। কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের অধিকাংশই ভাল কাজের রাস্তা থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। হয়ত! একারণে আমরা বিভিন্ন ধরণের চিন্তার সম্মুখীন। কেউ রোগাক্রান্ত, কেউ ঋণগ্রস্থ, কেউ ঘরোয়া ব্যাপারে অশান্তির শিকার, কেউ বেকার, কেউ সন্তান প্রত্যাশী, কেউ অবাধ্য সন্তানের কারণে অসন্তুষ্ট। মোট কথা, প্রত্যেকে কোন না কোন বিপদের সম্মুখীন। **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۰﴾

(পারা: ২৫, সূরা: শূরা, আয়াত: ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদেরকে যে বিপদ স্পর্শ করেছে, তা তারই কারণে যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন করেছে এবং বহু কিছু তো তিনি ক্ষমা করে দেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যার সমাধান **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। বর্ণিত রয়েছে: مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনুগত হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার কর্ম সম্পাদনকারী ও সাহায্যকারী হয়ে যান।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা: লোকমান, আয়াত: ৪, ৭ম খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)

নামাযের অসংখ্য বরকত

মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম ফরয হলো নামায। কিন্তু আফসোস! আজকে আমাদের মসজিদগুলো শূণ্য। নিঃসন্দেহে নামায দ্বীনের স্তম্ভ। নামায **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির মাধ্যম, নামাযের মাধ্যমে রহমত অবতীর্ণ হয়, নামাযের দ্বারা গুনাহ ক্ষমা হয়, নামায বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি দেয়, নামায দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম, নামাযের দ্বারা রিযিকের মধ্যে বরকত হয়, নামায অন্ধকার কবরের বাতি, নামায কবরের আযাব থেকে বাঁচায়, নামায বেহেশতের চাবি, নামায পুলসিরাতকে সহজ করে দেয়, জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচায়, নামায **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের শীতলতা, নামাযের মাধ্যমে **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব হবে এবং নামাযী ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে তার দীদার নসীব হবে।

বে-নামাযীর ভয়ানক পরিণতি

বে-নামাযীর উপর **আল্লাহ্ তায়ালা** অসন্তুষ্ট হন। যে জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিবে, তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেওয়া হয়।

নামাযে আলস্যকারীকে কবর এভাবে চাপ দিবে যে, তার বুকের হাড্ডি চুরমার হয়ে একটি অপরটির সাথে মিশে যাবে, তার কবরে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া হবে এবং তার উপর এক টেকো সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হবে। এমনকি কিয়ামতের দিন তার হিসাব-নিকাশ কঠোরভাবে নেয়া হবে।

মাথা পিষ্ট করার শাস্তি

তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করেন: "আজ রাতে দু'জন ব্যক্তি (অর্থাৎ: জিব্রাইল ও মীকাইল عَلَيْهِمَا السَّلَام) আমার কাছে আসলো আর আমাকে পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেলো। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি শুয়ে আছে আর তার মাথার পাশে এক ব্যক্তি পাথর উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং লাগাতার পাথরের আঘাতে তার মাথা পিষ্ট করছে। প্রত্যেকবার পিষ্ট হওয়ার পর মাথা পূনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম: سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ সে কে? তারা বললো: সামনে তাশরীফ রাখুন (অনেক দৃশ্য দেখানোর পর) ফিরিশতারা আরয করলো: ১ম ব্যক্তি যাকে **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখেছেন, (অর্থাৎ: যার মাথা পিষ্ট করা হচ্ছিল) সে ঐ ব্যক্তি ছিলো, যে কুরআন (হিফজ) মুখস্থ করে ছেড়ে দিয়েছিলো এবং ফরয নামাযের সময় শুয়ে যাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলো। তার সাথে এটা আচরণ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। (সহীহ বুখারী, ১ম ও ৪র্থ খন্ড, ৪৬৭ ও ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৮৬ ও ৭০৪৭)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

কবরে আগুনের শিখা

এক ব্যক্তির বোন মারা গেলো। যখন তাকে দাফন করে ফিরে আসলো, তখন স্মরণ এলো তার টাকার থলে কবরে পড়ে গেছে। সুতরাং সে তার বোনের কবরে আসলো এবং থলেটা তুলে নেওয়ার জন্য কবর খনন করল। সে দেখল বোনের কবরে আগুনের শিখা জ্বলছে। অতএব সে তাৎক্ষণিকভাবে কবরে মাটি ঢেলে দিলো। আর ব্যথীত মনে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে আসলো। আর বললো: শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান! আমার বোনের আমল কেমন ছিলো? তিনি বললেন: পুত্র! কেন জিজ্ঞাসা করছ? বললো: আমি আমার বোনের কবরে আগুনের শিখা জ্বলতে দেখেছি। এটা শুনে মাও কাঁদতে লাগলেন। আর বললেন: আফসোস! তোমার বোন নামাযে অলসতা করতো। আর সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে নামায আদায় করতো। (অর্থাৎ: নামায কাযা করে আদায় করতো)।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৮৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

ভয়ানক কূঁপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন নামায কাযা করার শাস্তি এরকম, তবে একেবারে নামায আদায় করে না এমন ব্যক্তিদের কি রকম ভয়ংকর শাস্তি হবে। মনে রাখবেন! যে জেনে-শুনে নামায কাযা করে আদায় করবে, সে "ওয়াইল" এর হকদার হবে। জাহান্নামে ওয়াইল, নামক একটা ভয়ানক উপত্যকা রয়েছে,

যার কঠোরতা থেকে স্বয়ং জাহান্নাম পর্যন্ত আশ্রয় প্রার্থনা করে। এমনকি জাহান্নামে 'গাইয়্যুন' নামক উপত্যকা রয়েছে। সেটার উষ্ণতা ও গভীরতা সর্বাপেক্ষা বেশি। তাতে এক ভয়ানক কূঁপ রয়েছে, যার নাম 'হাব্হাব্'। যখন জাহান্নামের আগুন নিভে যাবার উপক্রম হয় তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** ঐ কূঁপটি খুলে দেন। যেটা থেকে নিয়ম মোতাবেক আগুন জ্বলতে আরম্ভ করে। এ ভয়ানক কূঁপটি বে-নামাযী, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর, ও মাতা-পিতাকে কষ্টদাতাদের জন্য অবধারিত রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ২ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী)

জাহান্নামে যাবার নির্দেশ

বর্ণিত রয়েছে; কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে দন্ডায়মান করা হবে। **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে জাহান্নামে যাবার নির্দেশ দিবেন। সে আরয করবে: **হে আল্লাহ্!** আমাকে কি কারণে জাহান্নামে প্রেরণ করছো? ইরশাদ হবে: নামাযগুলোকে সেগুলোর নির্ধারিত সময় অতিবাহিত করে আদায় করা ও আমার নামে মিথ্যা শপথ করার কারণে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৮৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

কালো খচ্ছরের মতো বিচ্ছু

বর্ণিত রয়েছে; জাহান্নামে একটা উপত্যকা রয়েছে, যার নাম হচ্ছে 'লামলাম'। তাতে উটের গর্দানের মতো মোটা মোটা সাপ রয়েছে। প্রতিটি সাপের দৈর্ঘ্য এক মাসের দূরত্বের সমান।

যখন ওই সাপ বে-নামাযীকে দংশন করবে, তখন সেটির বিষ তার শরীরে ৭০ বছর পর্যন্ত ঢেউ খেলতে থাকবে। আর জাহান্নামে আরেকটি উপত্যকা রয়েছে, যেটার নাম 'জাব্বুল হুযন্', তাতে কালো খচ্ছরের মতো বিচ্ছু রয়েছে। প্রতিটি বিচ্ছুর ৭০টি করে শুল রয়েছে আর প্রতিটি শুলিতে বিষের থলে রয়েছে। ওই বিচ্ছু যখন বে-নামাযীকে দংশন করবে, তখন সেটার বিষ তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। আর এই বিষের তাপ এক হাজার বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তারপর তার হাড়গুলো থেকে মাংস ঝরতে থাকবে। তার গোপনাঙ্গ থেকে পূঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে। সকল জাহান্নামী তার উপর অভিশাপ দিতে থাকবে। (কুর্‌রাতুল উয়ুন, আর রউযুল্ ফায়েক, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

বে-নামাযীর সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকুন!

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নামায ছেড়ে দেওয়ার শাস্তি এবং বে-নামাযীর সংস্পর্শে বসার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে 'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া' ৯ম খন্ডের ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠায় বলেন: যে ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়েছে, সে হাজার বছর জাহান্নামে থাকার হকদার হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করবেনা এবং এটার কাযা করবে না। মুসলমানগণ যদি তার জীবনে ঐ বে-নামাযীকে একেবারে পরিত্যাগ করে, তার সাথে কথা না বলে, তার পাশে না বসে, তখন অবশ্যই সে (বে-নামাযী) ঐ বয়কটের যোগ্য।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

(বে-নামাযী হলো যালিম, সেজন্য তার সংস্পর্শ থেকে বাঁচার আরো জোর তাকিদ দিতে গিয়ে সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কুরআনী আয়াত পেশ করেন।) অতঃপর লিখেন: **আল্লাহ্ তায়ালাই** ইরশাদ করেন:

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾

(পারা: ৮, সূরা: আনআম, আয়াত: ৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখনই তোমাকে শয়তান ভূলিয়ে দিবে অতঃপর স্মরণে আসতেই যালিমদের নিকট বসো না।

ওমরী কাযা নামাযের সহজ পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সব সময় জামাআতে নামায আদায়ের গুরুত্ব দিন। কখনো অলসতা করবেন না। যার যিম্মায় কাযা নামায রয়েছে সত্যিকারার্থে তাওবা করে তা আদায় করার ব্যবস্থা করুন। এ বিষয়ে মল্ফুযাতে আ'লা হযরত **১ম** খন্ডের ৭০ ও **৭১** পৃষ্ঠায় প্রশ্ন ও উত্তর দেখে নিন; তার দরবারে উপস্থিত কিছু লোক তার কাছে আরয করলেন: হুযুর! দুনিয়াবী খারাপ কাজ এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, প্রতিদিন নিয়্যত করি আজ কাযা নামায আদায় শুরু করব, কিন্তু হয় না। এভাবে আদায় করবো যে, কি প্রথমে ফজরের নামায তারপর যোহরের নামায সমূহ এরপর অন্যান্য ওয়াক্তের নামায আদায় করব, কোন অসুবিধা আছে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

কত নামায কাযা হয়েছে, তা আমার জানা নেই। এমন অবস্থায় কি করা উচিত? ইরশাদ করলেন: কাযা নামায দ্রুত আদায় করা অবশ্যক। জানা নাই মৃত্যু কখন এসে যায়। একদিনে বিশ রাকাত নামায আদায় করা কোন কষ্টের ব্যাপার নয়। ফজরের দু'রাকাত, যোহরের চার রাকাত, আছরের চার রাকাত, মাগরিবের তিন রাকাত, এশার চার রাকাত ফরয ও তিন রাকাত বিতির নামায। এই নামায সমূহ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহর (এই সময়ে সিজদা হারাম) এই তিন সময় ছাড়া, যে কোন সময়ে নামায আদায় করা যায়। স্বাধীনতা রয়েছে প্রথমে ফজরের সব নামায আদায় করে নেবে, তারপর যোহর, আছর, মাগরিব, অতঃপর এশার অথবা সব নামায সাথে সাথে আদায় করতে থাকবে এবং তার এমন হিসাব রাখবে যে, অনুমানের মধ্যে বাকী না থাকে, অতিরিক্ত হলে সমস্যা নেই এবং ঐসব সাধ্যমত ধারাবাহিকভাবে তাড়াতাড়ি আদায় করবে, অলসতা করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ফরয যিম্মায় বাকী থাকবে, কোন নফল কবুল করা হবে না। ঐ নামাযগুলোর নিয়্যত এরকম হয় যেমন একশত ফজরের নামায কাযা, তখন প্রত্যেকবার এটা বলবে যে, সর্বপ্রথম যে ফজরের নামায কাযা হয়েছে প্রত্যেকবার এটা বলবে। যখন একটা আদায় হবে, তখন বাকীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কাযার নিয়্যত করবে, এভাবে যোহর ও অন্যান্য সব নামাযে নিয়্যত করবে। যার উপর অনেক নামায কাযা, তার জন্য সহজ পদ্ধতি এবং তাড়াতাড়ি আদায় করা যে, খালি রাকাত সমূহে (অর্থাৎ যোহর, আছর,

ও এশার শেষ দু'রাকাতে এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সূরা ফাতিহা)-এর জায়গায় তিনবার سُبْحٰنَ اللّٰهِ বলবে। যদি একবারও বলে তাহলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। রুকু ও সিজদার তাসবীহের মধ্যে একবার سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم এবং سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی পড়াই যথেষ্ঠ। তাশাহুদের পরে দরূদ শরীফের জায়গায় اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ আর বিতরের মধ্যে দোয়ায়ে কূনুতের জায়গায় رَبِّ اغْفِرْلِیْ বলা যথেষ্ঠ। সূর্য উদয়ের বিশ মিনিট পর এবং সূর্য অস্তের বিশ মিনিট পূর্বে নামায আদায় করা যায়। এটার আগে অথবা তারপরে অবৈধ। প্রত্যেক এরূপ ব্যক্তি যার যিম্মায় নামায কাযা রয়েছে, সে যেন গোপনে আদায় করে নেয়। কেননা, গুনাহের বিষয় প্রকাশ করা বৈধ নয়, (অর্থাৎ এটা প্রকাশ করা গুনাহ যে, আমার কাযা নামায আছে বা আমি কাযা নামায আদায় করছি ইত্যাদি।) এ ব্যাপারে সায়্যিদী আ'লা হযরত আরো বলেন: যদি কারো যিম্মায় ত্রিশ বা চল্লিশ বছরের নামায থাকে, তবে তা আদায় করা ওয়াজিব। সে তার ঐ জরুরী কাজ ব্যতীত যেগুলোছাড়া চলতে পারবেনা। কাজ কর্ম ছেড়ে আদায় করা শুরু করে এবং পাক্কা নিয়্যত করে নেয় যে, সব নামায আদায় করে বিশ্রাম নিবে আর ধরে নিন। এ অবস্থায় যদি এক মাস বা একদিন পরেও তার ইন্তিকাল হয়ে যায়, **আল্লাহ্ তায়ালা** নিজের পরিপূর্ণ রহমতের মাধ্যমে সব নামায পূর্ণ করে দেবেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে ব্যক্তি আপন ঘর থেকে বের হয়েছে **আল্লাহ্** ও রাসুলের প্রতি হিজরতকারী হয়ে অতঃপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসেছে, তার পুরস্কার **আল্লাহ্**র দায়িত্বে এসে গেছে।

বে নামাযী তেরী শামত আয়েগী, কবর কি দিওয়ার বচ মিল জায়েগী।
তুড় দেগী কবর তেরী পচলিয়া, দুনো হাথো কি মিলে জু উঙ্গুলিয়া।
উমর মে ছুটি হে গর কুয়ি নামায, জলদ আদা করলে তু আ গাফলত ছে বায।
করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী, কবর মে ওয়ার না সাজা হুগী কড়ি।

অলস দর্জি

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: আমি যে সময় পাঞ্জাবে দর্জির কাজ করতাম। আমার কাজ কর্ম (**আল্লাহ্**র পানাহ!) খুবই খারাপ ছিলো। নামাযের কোন পরওয়া ছিলোনা। ঝগড়া-বিবাদ নিত্য দিনের কাজ ছিলো, মিথ্যা, গীবত, ওয়াদা ভঙ্গ করা, রাগ, গালি-গালাজ, চুরি, খারাপ সংস্পর্শ, সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা, রাস্তায় চলার সময় মেয়েদেরকে কটাক্ষ করা, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" **(ইবনে আ'দী)**

মোট কথা ঐরকম কোন খারাপ কাজ ছিলো না যা আমার মধ্যে ছিলো না। আমার খারাপ কাজে অতিষ্ট হয়ে আমার পরিবার আমাকে বাবুল মদীনা করাচীতে পাঠিয়ে দেয়। আমি বাবুল মদীনা (করাচী)র এক কারখানায় চাকরী করতাম, ওখানে মেয়েরাও কাজ করতো, এজন্য আমার বদ্‌ভ্যাস বেশি বেড়ে যায়। আমি এত খারাপ ছিলাম যে, কখনো কখনো নিজের উপর ঘৃণা আসত। আমি জানতে পারলাম যে, আমার মামাত ভাই **'দা'ওয়াতে ইসলামী**র' প্রতিষ্ঠান 'জামিয়াতুল মদীনা' (গুলিস্তান জওহর করাচী) এর মধ্যে দরসে নেজামী করছে। আমি তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পৌছলে, তখন সে খুবই ভদ্রতা সহকারে আমার সাথে সাক্ষাত করল। সে আমাকে নিজের চেষ্টায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসার দাওয়াত দিল, যা আমি কবুল করে নিই। যখন আমি ইজতিমায় উপস্থিত হলাম, তখন সেখানে আমাকে কে যেন মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা 'বৃদ্ধ পূঁজারী' এবং 'কাফন চোর' তোহফা দেয়। আমি ঘরে এসে যখন তা পড়লাম, তখন আমার প্রথমবার অনুভূত হলো যে, আমি আমার জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছি। আমি সেই সময়ই গুনাহ থেকে তাওবা করি এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার নিয়্যত করি এবং বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মুহাব্বত সহকারে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায্ ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে থাকি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবিয়ায় প্রবেশ করে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মুরীদ হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেলো, মামাত ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে 'মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং 'জামিয়াতুল মদীনায়' দরসে নেজামী, (অর্থাৎ আলিম কোর্স)র দ্বিতীয় ক্লাসের ছাত্র; জ্ঞান অন্বেষণকারী হয়ে গেলাম।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের মাদানী সংগঠন **'দা'ওয়াতে ইসলামী**কে' সর্বদা বদ-নযর থেকে রক্ষা করুক, যার ফলে আমার মতো নোংরা নালার পোকা সম্মানের সাথে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে ব্যস্ত হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা